জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়?

প্রশ্নঃ

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ...

মুহতারাম শায়খ, আমি একটি মাসআলা জানতে চাই। তা হল, জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়?

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের জাযায়ে খায়র দান করুন।

নিবেদক

উত্তরঃ

ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু...

জিহাদ বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ ইবাদত। তা কখনো ফরজে কেফায়া; আবার কখনো ফরজে আইন।

ফরজে কেফায়া অর্থ এমন ফরজ, যার দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানের। কিছু মুসলমান আদায় করলে সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। প্রত্যেককে সেই দায়িত্ব আদায় করতে হয় না। কিন্তু কেউই যদি আদায় না করে, তাহলে সবার উপর এর দায় থেকে যায় এবং সবাই গোনাহগার হয়। আর যদি কিছু লোকে আদায় করে, কিন্তু কাজটি আদায় হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ লোকে আদায় না করে, তাহলে বাকিদের উপর তার দায় থেকে যায় এবং তারা গোনাহগার হয়।

পক্ষান্তরে ফরজে আইন অর্থ এমন ফরজ, যা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ হয়। যার যার উপর ফরজ হয়, তাদের সবাইকে তা আদায় করতে হয়। অন্যথায় তারা গোনাহগার হয়।

সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ মুসলামনদের দ্বীন ঈমান, ইজ্জত আব্রু, ভূখণ্ড ও ধন সম্পদের প্রতিরক্ষার জন্য এবং কাফেরদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্য যেই পরিমাণ লোকের প্রয়োজন, পুরো উম্মত থেকে সেই পরিমাণ লোক জিহাদি কার্যক্রমে যুক্ত থাকা ফরজে কেফায়া। এই পরিমাণ লোক উক্ত ফরজ আদায় করলে উম্মতের সকলের পক্ষ থেকে তার দায় আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এই পরিমাণ লোক যদি তা আদায় না করে এবং ফরজটি অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে যারা যারা তা আদায়ের চেষ্টা করবে না, তারা সবাই গোনাহগার হবে।

এছাড়া বিশেষ তিনটি অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬২০ হি.) বলেন–

يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع؛ أحدها، إذا التقى الزحفان، وتقابل الصفان؛ حرم على من حضر الانصراف، وتعين عليه المقام ... الثاني، إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم. الثالث، إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. اهـ

"তিন অবস্থায় জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। ১. যখন (মু'মিন–কাফের) উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দি হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পলায়ন করা হারাম এবং অটল থাকা ফরজে আইন; ২. কাফেররা কোন এলাকায় আক্রমণ চালালে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের উপর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন; ৩. ইমাম যদি কোনো সম্প্রদায়কে জিহাদে বের হতে আহ্বান করেন, তাহলে তাদের সকলের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন।" –আলমুগনী: ১২/৪২৩

আরো দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯১ ও ৭/৯৮, আলবিনায়া: ৭/৯৬, রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭

ফরজে আইনের উপরোক্ত তিনটি অবস্থার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা কোরআন, সুন্নাহ'র দলীল ও ফিকহের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি ইনশাআল্লাহ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ!

এক. ফরজে আইনের প্রথম ক্ষেত্র ছিল, যখন লড়াইয়ের জন্য মুসলিম ও কাফের বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন উপস্থিত সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন। এমতাবস্থায় ময়দান ছেড়ে পালানো হারাম ও কবীরা গুনাহ।

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٦)

"হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন অথবা দলে স্থান লওয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।" – আনফাল: ১৫–১৬

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম ত্বাবারী রহ. (৩১০হি.) বলেন-

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قولُ من قال: حكمها محكم، وأنها نزلت في أهل بدر، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين، وأن الله حرّم على المؤمنين إذا لقوا العدو، أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرفٍ القتال، أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتالٍ منهزمًا بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما، فقد استوجب من الله وعيده، إلا أن يتفضل عليه بعفوه. اهـ (جامع البيان في تأويل القرآن 13-440 مؤسسة الرسالة)

"আমার মতে এই আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যার মাঝে তুলনামূলক সঠিক ব্যাখ্যাটি হল- আয়াতের বিধান এখনও বহাল রয়েছে। আয়াতটি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও তার বিধান সব মুসলিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য শত্রুর মুখোমুখি হলে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা হারাম করেছেন। অবশ্য যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে কিংবা দারুল ইসলামে অবস্থানকারী মুমিন দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পিছু হটলে ভিন্ন কথা। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা যে দু'টি অবস্থায় পিছু হটা বৈধ করেছেন, তা ব্যতীত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে, সে আল্লাহ তায়ালার ধমকের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা।" -জামিউল বায়ান ফি তা'বিলিল কুরআন ১৩/৪৪০

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১ হি.) বলেন-

حرم الله ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار... والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة. اهـ

"যখন আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের উপর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও ক্বিতাল ফরজ করেছেন, তখন যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা তাদের উপর হারাম করেছেন।... যুদ্ধ হতে পলায়ন ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহ, যা কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনা ও অধিকাংশ আয়িম্মায়ে কেরামের ঐক্যমতে প্রমাণিত।" -তাফসীরে কুরতুবী ৭/৩৭১

আল্লামা শাওকানী রহ. (১২৫০হি.) বলেন-

فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في كل زمن، وعلى كل حال إلا حالة التحرف والتحيز... وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة، وأن الفرار من الزحف محرم، ويؤيد هذا: أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر... فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله في آية الضعف ...

ويؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر، كما في حديث «اجتنبوا السبع الموبقات، وفيه: والتولي يوم الزحف» ونحوه من الأحاديث. اهـ

"আয়াতের বাহ্যিক বক্তব্য সকল যামানার সকল মু'মিনের জন্য এবং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য। তবে কৌশল হিসেবে কিংবা মুসলিম দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পিছু হটলে ভিন্ন কথা।... অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের বক্তব্য হল, এই আয়াতের বিধান এখনও অপরিবর্তিত। আয়াত আম তথা ব্যাপক, খাস নয়; এবং যুদ্ধ হতে পলায়ন হারাম। এ মতটিকে এ বিষয়টিও সমর্থন করে যে, আয়াতটি বদরের দিন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়েছে।... অতএব, যুদ্ধ হতে পলায়ন করা হারাম। তবে আল্লাহ তায়ালা দুর্বলতার বিবরণ সম্বলিত আয়াতে যে শর্ত উল্লেখ করেছেন, সে শর্তসাপেক্ষে জায়েয।... এ ব্যাপারে যেসব সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ হতে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে, সেগুলোও এর সমর্থন করে। যেমন এক হাদীসে এসেছে– 'তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি গুনাহ হতে বিরত থাক।' সাতটির একটি হল, 'যুদ্ধ হতে পলায়ন করা'। এ ছাড়াও এ জাতীয় আরো হাদীস রয়েছে।"

–ফাতহুল কাদীর ২/৩৩৪

খ. অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, অটল থাক এবং আল্লাহ তাআলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" –আনফাল: ৪৫

আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী সানাউল্লাহ পানিপতি রহ. (১২২৫ হি.) বলেন–

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ للمحاربة فِئَةً يعنى جماعة كافرة ولم يصفها اشعارا بان المؤمنين لا يقاتلون الا الكفار فَاثْبُتُوا لقتالهم فان الفرار من الزحف كبيرة كما ورد في الصحاح من الأحاديث. اهـ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা লড়াইয়ের জন্য কোন কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন তাদের সাথে লড়াইয়ে সুদৃঢ় থাক।... কেননা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করা কবিরা গুনাহ- যেমনটা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এসেছে।" –তাফসীরে মাযহারী ৪/৯৭

আল্লামা শানকিতি রহ. (১৩৯৩হি.) বলেন-

أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِالثَّبَاتِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا مُشِيرًا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلْفَلَاحِ، وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، أَوْ مُسْتَلْزِمٌ لِلنَّهْيِ عَنْ ضِدِّهِ، كَمَا عُلِمَ فِي الْأُصُولِ، فَتَدُلُّ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ عَدَمِ الثَّبَاتِ أَمَامَ الْكُفَّارِ، وَقَدْ صَرَّحَ تَعَالَى بِهَذَا الْمَدْلُولِ فِي قَوْلِهِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. اهـ

"আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে কারিমায় মুমিনদের শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকার এবং আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ... আর কোনো বিষয়ের নির্দেশ দেয়ার অর্থ তার বিপরীতটা থেকে নিষেধ করা; অথবা বলা যায়, অবশ্যম্ভাবীভাবেই বিপরীতটা নিষেধ হয়ে পড়ে। যেমনটা উসূল শাস্ত্রে বিধিত। অতএব আয়াতে কারিমা কাফেরদের সামনে দৃঢ়পদ না থাকার নিষেধাজ্ঞার প্রতি নির্দেশ করছে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টা স্পষ্টভাবেও ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই বাণীতে- 'হে ইমানদারগণ, যখন তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও, তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করো না'।" -আদওয়াউল বায়ান ২/১০১

গ. ইমাম মুসলিম রহ. (২৬১ হি.) সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "اجْتَنِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنّ؟ قَالَ: "الشّرْكُ بِالله. وَالسّحْرُ، وَقَتْلُ النّفْسِ الّتِي حَرّمَ الله إِلاّ بِالْحَقّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرّبَا، وَالتّوَلّي يَوْمَ الزّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ"

"হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হতে বিরত থাকবে। আরজ করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী? ইরশাদ করলেন, 'আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, আল্লাহ তায়ালা যে প্রাণ হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী মু'মিন নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া।" -সহিহ মুসলিম: ১৪৫

হাদীসে উল্লিখিত التولي يوم الزحف তথা 'যুদ্ধের দিন পলায়ন করা' এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ (৬৭৬হি.) বলেন-

وأما عده صلى الله عليه و سلم التولى يوم الزحف من الكبائر فدليل صريح لمذهب العلماء كافة فى كونه كبيرة الا ما حكى عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال ليس هو من الكبائر قال والآية الكريمة فى ذلك انما وردت فى أهل بدر خاصة والصواب ما قاله الجماهير أنه باق والله أعلم. اهـ

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের দিন পলায়ন করাকে কবীরা গুনাহ গণ্য করেছেন, যা সকল উলামায়ে কেরামের মতের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। অবশ্য হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ হতে ভিন্নমত বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে এ আয়াতটি বিশেষভাবে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সঠিক মত হল যেটি জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন যে, আয়াতের হুকুম এখনও বাকি আছে।” –ইমাম নববী কৃত শরহে মুসলিম ২/৮৮

ঘ. আল্লামা কাসানী রহ. (৫৮৭হি.) বলেন–

فرض عين عند عموم النفير وفرض كفاية في غير تلك الحال وإذا شهد الوقعة فتعين عليه. اهـ

“নাফিরে আমের সময় জিহাদ ফরজে আইন। অন্য সময় ফরজে কেফায়া। তবে ময়দানে উপস্থিত হয়ে গেলে ফরজে আইন হয়ে যায়।” –বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯১

ঙ. ইমাম নববী রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন–

مَنْ شَرَعَ فِي قِتَالٍ وَلَا عُذْرَ لَهُ، لَزِمَهُ الْمُصَابَرَةُ، وَعَبَّرَ الْأَصْحَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الْجِهَادَ يَصِيرُ مُتَعَيَّنًا عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِالشُّرُوعِ. اهـ

“যে ব্যক্তি যুদ্ধ শুরু করে দেবে এবং তার কোন ওজরও নেই, তার জন্য অটল থাকা আবশ্যক। আমাদের উলামায়ে কেরাম বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে– যাদের উপর জিহাদ ফরজে কেফায়া, তাদের উপরও জিহাদ শুরু করার দ্বারা ফরজে আইন হয়ে যায়।” –রওযাতুত্তালিবীন ১০/২১৩

দুই. জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার দ্বিতীয় ক্ষেত্র হল– কাফেররা যখন মুসলমানদের কোন এলাকায় আক্রমণ করে অথবা কেনো এলাকা দখল করে নেয়, তখন উক্ত এলাকার অধিবাসীদের সকলের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং তাদের প্রতিরোধ করা ফরজে আইন হয়ে যায়।

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41). التوبة

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন। তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল; যখন তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয় জন। যখন তাঁরা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন। যখন তিনি তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তোমরা হালকা ও ভারী যে অবস্থায়ই থাক, জিহাদে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান।" -তাওবা: ৩৮-৪১

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ: (৫৮৭ হি.) বলেন-

فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد، فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {انفروا خفافا وثقالا} قيل: نزلت في النفير. اهـ

"যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; অর্থাৎ কোন এলাকায় শত্রুরা আক্রমন চালায়, তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ফরজ প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের উপর বর্তায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী- 'তোমরা হালকা-ভারী উভয় অবস্থায় জিহাদে বের হও।' বলা হয়, আয়াতটি নাফিরে আম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

-বাদায়িউস সানায়ি': ৭/৯৮

উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন-

وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي: الرابعة- وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو هم كان على من قاربهم وجاور هم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا. اهـ

"কোনো কোনো অবস্থায় সকলের উপরই জিহাদে বের হওয়া ফরজ হয়ে যায়। চতুর্থ মাসআলায় এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উক্ত অবস্থা হল- যখন কোনো (মুসলিম) ভূখণ্ডে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলার কারণে বা কোনো ভূখণ্ডে শত্রু ঢুকে পড়ার কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ভূখণ্ডের হালকা-ভারি, যুবক-বৃদ্ধ সকল অধিবাসীর উপর ফরজ- শত্রুর মোকবেলায় জিহাদে বেরিয়ে পড়া। প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শত্রু প্রতিহত করবে। যার পিতা নেই সে তো যাবেই, যার পিতা আছে সেও পিতার অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে পড়বে। যুদ্ধ করতে সক্ষম কিংবা (অন্তত মুজাহিদদের) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সক্ষম, এমন কেউ বসে থাকবে না। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম হয়, তাহলে উক্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মতো তাদের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশীদের উপরও আবশ্যক- জিহাদে বের হয়ে পড়া; যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারবে যে, এখন তাদের শত্রু প্রতিহত করার এবং তাদেরকে বিতাড়িত করার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। তেমনি যে ব্যক্তিই জানতে পারবে যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে অক্ষম এবং সে বুঝতে পারবে- আমি তাদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হব; তার উপরই আবশ্যক সাহায্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। কারণ, সকল মুসলমান তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হস্তের ন্যায়। তবে যে এলাকায় শত্রু আগ্রাসন চালিয়েছে, তারা নিজেরাই যদি শত্রু প্রতিহত করতে পারে, তাহলে অন্যদের উপর থেকে ফরজ রহিত হয়ে যাবে। যদি এমন হয় যে, শত্রুরা দারুল ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দারুল ইসলামে আগ্রাসন চালায়নি, তাহলেও তাদের উপর ফরজ শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। যাতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী থাকে, ইসলামী ভূখণ্ড সংরক্ষিত থাকে এবং শত্রু অপদস্থ ও পরাস্ত হয়। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই।" -তাফসীরে কুরতুবী: ৮/১৫১-১৫২

ইমাম কুরতুবী রহ.-এর বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, নিম্নোক্ত তিন সূরতের প্রতিটিতেই জিহাদ ফরজে আইন।

১. যখন শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালিয়ে তা দখল করে নেয়। (بغلبة العدو على قطر من الأقطار)

২. যদি শত্রু কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে, তবে এখনও তা দখলে নিতে সক্ষম হয়নি। (بحلوله بالعقر)

৩. যদি শত্রু আগ্রাসন চালানোর উদ্দেশ্যে দারুল ইসলামের দিকে আসতে থাকে এবং দারুল ইসলামের কাছাকাছি এসে পড়ে। (لو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها)

এই সকল সূরতে জিহাদ ফরজে আইন। তা বহাল থাকবে যতক্ষণ না শত্রুকে পূর্ণ পরাস্ত করা যায় এবং দারুল ইসলাম থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা যায়।

খ. হাদীসে এসেছে-

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا)

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।"

-সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩

الاسْتِنْفار অর্থ: জিহাদ ও নুসরতে বের হওয়ার আহবান জানানো। ইমাম সুয়ূতী রহ. (মৃত্যু: ৯১১হি.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

أى إذا طلب منكم الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه. اهـ

"অর্থাৎ যখন তোমাদের কাছে চাওয়া হয়- তোমরা জিহাদে বের হও, তখন বের হয়ে পড়।"

-জামিউল আহাদীস: ১৩৩৮

অন্যত্র বলেন-

الاسْتِنْفار: الاسْتِنْجاد والاستِنْصار والمراد: إذا طلب منكم النُّصْرة فأجِيبوا وانْفِروا خارِجين إلى الإعانَة. اهـ

"الاسْتِنْفار অর্থ: সাহায্য ও নুসরত কামনা করা। উদ্দেশ্য, যখন তোমাদের কাছে নুসরত চাওয়া হয়, তখন সাড়া দাও এবং নুসরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়।" -জামিউল আহাদীস: ১৩৩৮

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.) বলেন-

المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه وفسره بقوله (فإذا استنفرتم فانفروا) أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. اهـ

"উক্ত হাদীসের অর্থ হল, মক্কা বিজিত হয়ে দারুল ইসলামে পরিণত হওয়ার দ্বারা মক্কা থেকে হিজরত করার ফরজিয়ত শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় জিহাদে বের হওয়া তেমনি ফরজ রয়ে গেছে, যেমন আগে ফরজ ছিল। (فإذااستنفرتم فانفروا) দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাই ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ যখনই তোমাদের জিহাদের জন্য আহবান করা হবে, তোমরা সাড়া দেবে।" -ফাতহুল বারী: ১৫/৭৮

কাজি ইয়ায রহ. (মৃত্যু: ৫৪৪হি.) বলেন-

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) هو على وجهين؛ فأما الاستنفار لعدو صدم أرض قوم، فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم، وكذلك لكل عدو غالب ظاهر حتى يقع، وأما لغير هذين الوجهين فيتكد النفير لطاعة الإمام لذلك، ولا يجب وجوب الأول. اهـ

"(وإذا استنفرتم فانفروا) তথা 'যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়'-এর দু'টি সূরত রয়েছে। যদি এমন কোনো শত্রু প্রতিহত করতে আহবান করা হয়, যারা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করেছে, তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদে বের হওয়া তাদের উপর ফরজে আইন। একইভাবে যে শত্রু দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলেছে, তাদের প্রতিহত করার জন্যে জিহাদে বের হওয়াও ফরজে আইন। এ ফরজ বলবৎ থাকবে, যতক্ষণ না শত্রু পরাজিত হয়। এই দুই সূরত ছাড়াও ইমাম যদি জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দেন, তবুও ইমামের আনুগত্যের ভিত্তিতে জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। তবে এটি পূর্বোক্ত দু'টির মতো জোরদার ফরজ নয়।" -ইকমালুল মু'লিম: ৬/২৭৫

গ. এই পরিস্থিতিকে ফিকহের পরিভাষায় নাফিরে আম বলা হয়। নাফির অর্থ- যুদ্ধে বের হওয়া, আর আম অর্থ- ব্যাপক। 'নাফিরে আম' দ্বারা উদ্দেশ্য- এমন অবস্থা, যখন শত্রুকে প্রতিহত করতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের সকলের জিহাদে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে যেহেতু তাদের প্রতিহত করতে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে জিহাদে বের হতে হয়, তাই এ অবস্থাকে

নাফিরে আম বলা হয়। নাফীরে আমের হালতেও সকলের উপর জিহাদ ফরজে আইন।

আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮) বলেন-

وَفَرْضُ عَيْنٍ إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَيَخْرُجُ الْكُلُّ. اهـ

"শত্রু আকস্মিক হামলা করে বসলে জিহাদ ফরজে আইন। সকলেই তখন জিহাদে বের হয়ে পড়বে।"

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২) উক্ত বক্তব্যের ব্যখ্যায় বলেন-

وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى "النَّفِيرُ الْعَامُّ". قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ: وَالنَّفِيرُ الْعَامُّ – أَنْ يُحْتَاجَ إلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ

"এ অবস্থাকে 'নাফিরে আম' বলা হয়। 'আল-ইখতিয়ার' গ্রন্থকার বলেন, 'নাফিরে আম' হচ্ছে- এমন অবস্থা, যখন সকল মুসলমানের জিহাদে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়ে।" -রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৭

ঘ. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (৮৫৫ হি.) বলেন,

يجب الجهاد على الكفاية إلا إذا كان النفير عاماً بأن لا يندفع شر الكفار إذا هجموا ببعض المسلمين ... فيفترض على كل واحد. اهـ

"জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে নাফিরে আম হয়ে গেলে সকলের উপর ফরজ হয়ে যায়। আর নাফিরে আম হল- যখন কাফেররা আক্রমন করে বসে এবং কিছু সংখ্যক মুসলমানের দ্বারা তাদের অনিষ্ট প্রতিহত যায় না।... তখন সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।" -আলবিনায়া:৭/৯৬

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কাফেররা আক্রমণ করে বসলে বা কোন ভূখণ্ড দখল করে নিলে এক পর্যায়ে দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। যাদের উপর আক্রমন হয়েছে, সর্বপ্রথম তাদের উপর ফরজে আইন। তারা না পারলে বা না করলে, এই দায়িত্ব তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর বর্তায়। তারা না পারলে বা না করলে তাদের পরবর্তীদের উপর বর্তায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদে শরীক হওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়। এ অবস্থায় প্রত্যেকে তার নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে শরীক হবে। অন্যথায় সবাই ফরজ তরকের দায়ে গুনাহগার হবে।

আল্লামা ইবনে আবিদিন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন-

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. اهـ

"যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ঐসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকে না। এভাবে তার পরের এবং তার পরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।" -রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

উল্লেখ্য, কোনো মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার জন্যও এক পর্যায়ে ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদকে ফরজে আইন বলেছেন। স্বভাবত এখানেও সেই বিন্যাস প্রযোজ্য হবে, যা উপরে রদ্দুল মুহতারের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫ হি.) বলেন-

ولو أسروا مسلما أو مسلمين فهل يتعين القتال كما لو استولوا على الديار فيه خلاف والظاهر أنه يتعين إذا أمكن إلا حيث يعسر التوغل في ديارهم ويحتاج إلى زيادة أهبة فقد رخص فيه في نوع من التأخير ولكن لا يجوز إهماله. اهـ

"কাফিররা যদি দুয়েকজন মুসলিমকে বন্দী করে, তাহলে কী কিতাল ফরজে আইন হয়ে যাবে? যেমন তারা মুসলিম ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব কায়েম করলে ফরজে আইন হয়ে যায়? এ মাসআলায় মতভেদ আছে। তবে স্পষ্ট এটাই যে, সম্ভব হলে ফরজে আইন হয়ে যাবে। তবে তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে আক্রমণ করা যদি কঠিন হয় এবং অতিরিক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তবে বিলম্ব করার কিছুটা সুযোগ আছে। তবে একেবারে উপেক্ষা করে থাকা জায়েয নয়।" -আলওয়াসিত:৭/৫

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

بخلاف إنقاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم. اهـ

"বন্দী মুক্তকরণের বিষয়টা একটু ভিন্ন। মাশরিক মাগরিবের যারাই তাদের বন্দী হওয়ার ব্যাপারে অবগত হবে, তাদের সকলের উপরই এ ফরজ বর্তাবে।" –ফাতহুল কাদীর ৫/৪৪০

বি.দ্র. ১

কেউ কেউ মনে করেন, 'নাফীরে আমের জন্য ইমামের পক্ষ থেকে জিহাদের আহ্বান জরুরি। ইমামের আহ্বান না হলে কাফেররা আক্রমণ চালালেও নাফিরে আম হবে না এবং ব্যাপকভাবে জিহাদও ফরজ হবে না।' তাদের এই ধারণা ঠিক নয়। নফীরে আমের ব্যাখ্যা আমরা ইতিমধ্যে আল্লামা কাসানী রহ., আল্লামা আইনী রহ. ও আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে এসেছি। ইমাম কুরতুবী রহ. এর বক্তব্যও প্রায় কাছাকাছি। তাদের বক্তব্য থেকে নফীরে আমের যে অর্থ দাঁড়ায় তা হল, 'নফীরে আম একটা অবস্থার নাম, যা সৃষ্টি হয় কাফেররা কোন মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ চালালে বা আক্রমণ চালাতে আসলে কিংবা আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নিলে যখন ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের জিহাদের বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়'। এ অবস্থাকে নফীরে আম বলা হয় এবং তখন ব্যাপকভাবে জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। ইমামের পক্ষ হতে আহবান আসতে হবে- এমন কোন শর্ত নেই। ইবনে আবিদিন রহ. এর বক্তব্য একেবারেই সুস্পষ্ট- وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُسَمَّى "النَّفِيرُ الْعَامُّ" 'এ অবস্থাকে 'নাফিরে আম' বলা হয়'। পাঠকের প্রতি তাঁদের বক্তব্যগুলোতে আরেকবার নজর বুলিয়ে নেয়ার অনুরোধ রইল। তাছাড়াও সামনে আমরা আরো কয়েকজন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করছি:

ইমাম মুহাম্মদ রহ. (১৮৯ হি.)বলেন-

فأما إذا جاء النفير عاما فقيل لأهل مدينة: قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم لا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه . اهـ

"যখন নফীরে আম হবে; কোনো এলাকার অধিবাসীদের বলা হবে, তোমাদের জান, মাল কিংবা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের উদ্দেশ্যে শত্রুরা এসে পড়েছে: তখন পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হতে কোন সমস্যা নেই।"

-শরহুসসিয়ারিল-কাবীর ১/১২৮

ইমাম ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.)বলেন-

ثم هذا (إذا لم يكن النفير عاما، فإن كان) بأن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين (فيصير من فروض الأعيان) سواء كان المستنفر عدلا أو فاسقا فيجب على جميع أهل تلك البلدة النفر. اهـ

"জিহাদ ফরজে আইন না হওয়ার এ বিধান হল, যখন নফীরে আম না হবে। পক্ষান্তরে যদি নাফিরে আম হয়ে যায়; যেমন কাফেররা অকস্মাৎ মুসলিমদের কোন ভূখণ্ডে আক্রমণ করে বসল- তাহলে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। আক্রমণের সংবাদদাতা বিশ্বস্ত হোক বা ফাসেক হোক। সে এলাকার সকলের উপর তখন জিহাদে বের হওয়া ফরজ।" -ফাতহুল কাদীর ৫/৪৩৯

লক্ষণীয়, উপরে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এবং ইবনুল হুমাম রহ. নাফিরে আমের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কাফেররা আগ্রাসন চালালে; এমনকি আগ্রাসন চালানোর জন্য রওয়ানা করলেই নাফিরে আম হয়ে যাবে। ইমামের আহ্বানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

অধিকন্তু কাফেররা আক্রমণ করলেই যে নাফিরে আম হয়ে যাবে, এবং এর সাথে ইমামের আহ্বানের কোন সম্পর্ক নেই; বরং তখন ইমাম বাধা দিলেও জিহাদে বের হতে হবে- এ কথাটি ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 'আসসিয়ারুল কাবীর'-এ একেবারে সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما. اهـ

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করেন, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নাফীরে আম হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।" -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮

অর্থাৎ নাফিরে আম হয়ে গেলে তখন ইমাম নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে হবে। এখান থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট যে, কাফেররা আক্রমণ করলেই নাফিরে আম হয়ে যাবে এবং জিহাদে বের হওয়া ফরজ হবে। ইমামের আদেশের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং ইমাম যদি এ সময় জিহাদে যেতে নিষেধ করেন, তাহলেও নাফিরে আম বহাল থাকবে। ইমামের কথা অমান্য করে জিহাদে বের হয়ে পড়তে হবে। কেননা, কাফেররা আক্রমণ করার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেছে। ইমাম যদি এ জিহাদে বের হতে নিষেধ করেন, তাহলে তিনি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী আদেশ দিলেন, যা সুস্পষ্ট নাফরমানী। ইমামের আনুগত্য করা হবে

ততক্ষণ, যতক্ষণ তিনি শরীয়ত বিরোধী কোন আদেশ না দেন। শরীয়ত বিরোধী কোন আদেশ দিলে সে আদেশের আনুগত্য করা যাবে না। হাদিসে এসেছে,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"খালেকের নাফরমানী করে মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নয়।"-মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৪৪০৬

ইমাম সারাখসী রহ. (৪৯০ হি.) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বিষয়টা আরো ভালভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন,

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. اهـ

"কেননা, যেখানে ইমামের আদেশ পালন করলে নাফরমানিতে লিপ্ত হতে হয় না, সেখানে ইমামের আনুগত্য ফরজ। যেমন গোলামের জন্য তার মনিবের আনুগত্য ফরজ। মনিব নিষেধ করলে গোলাম জিহাদে যাবে না। তবে নাফিরে আম হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। এখানে (ইমামের ক্ষেত্রে)ও বিষয়টা তেমনই।" -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮

সারকথা দাঁড়াল, কাফেররা কোন মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ করলে কিংবা আক্রমণ করতে আসলেই নাফিরে আম হয়ে যাবে এবং সকলকে জিহাদে বের হয়ে পড়তে হবে। এখানে ইমামের আদেশের সাথে নাফিরে আমের কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি ইমাম নিষেধ করলেও নাফিরে আম বহাল থাকবে। তার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করে জিহাদে বের হয়ে পড়তে হবে। কাজেই এ কথা বলা যে, 'কাফেররা আক্রমণ চালালেও নাফিরে আম হবে না, জিহাদ ফরজ হবে না; ইমাম থাকতে হবে, ইমাম আহ্বান করতে হবে- এগুলো সম্পূর্ণই শরীয়ত বিরোধী ও ঈমান পরিপন্থী কথা। যেমনটা আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০৮৮ হি.) বলেছেন,

(فإن هجم العدو) أي غلب (ففرض عين) يكفر جاحده، كما فى الإختيار وغيره. اهـ

"অকস্মাৎ শত্রু আগ্রাসন চালালে জিহাদ ফরজে আইন। এর অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। যেমনটি ইখতিয়ার ও অন্যান্য কিতাবে আছে।" –আদদুররুল মুনতাক্বা: ২/৪০৮

অবশ্য খলিফাতুল মুসলিমিন যদি জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেন এবং জিহাদের কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য কাউকে তা থেকে বিরত রাখেন বা কাউকে অন্য কাজের হুকুম করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। তখন তার জন্য খলিফার নির্দেশ মান্য করাই জরুরি হবে।

তিন. জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার তৃতীয় ক্ষেত্র হল, ইমামুল মুসলিমীনের আদেশ। তিনি যাদেরকে জিহাদে যেতে নির্দেশ দিবেন, তাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম হল, মুসলামনদের জন্য কাফেরদের সঙ্গে বছরে অন্তত এক দুইবার জিহাদ করা। যাতে তারা সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং কখনো মুসলমানদের উপর আক্রমণের সাহস না করে। এ জিহাদ ফরজে কেফায়া। তবে ইমামুল মুসলিমীন যদি এ জিহাদের জন্য কিছু মুসলমানকে নির্ধারিত করে দেন, তাহলে তাদের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন হয়ে যায়।

ক. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হও, তখন তোমরা যমীনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখেরাতের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।" -তাওবা: ৩৮-৪১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন-

لو استنفرهم الإمام مع كفاية من في وجه العدو من أهل الثغور وجيوش المسلمين لأنه يريد أن يغزو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر من المسلمين أن ينفروا. اهـ

"শত্রুদের মুখোমুখি অবস্থানরত সীমান্ত প্রহরী এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও যদি হারবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের ভূমিতে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে ইমামুল মুসলিমীন মুসলমানদেরকে যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দেন, তহালে তাদের উপর ফরজ, যুদ্ধে বের হওয়া।" -আহকামুল কুরআন ৪/৩১১

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) বলেন-

إلا أن الإمام إذا عين قوما وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين ويصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الجهاد ولكن لطاعة الإمام. اهـ

"তবে ইমাম কোন দলকে নির্ধারণ করে দিলে এবং জিহাদে যেতে আহ্বান করলে, তাদের জন্য পেছনে থেকে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইমামের নির্ধারণের দ্বারা যাকে তিনি নির্ধারণ করেছেন তার উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। এটা জিহাদ ফরজ হওয়ার কারণে নয়, ইমামের আনুগত্যের কারণে।" –তাফসীরে কুরতুবী ৮/১৪২

খ. হাদীসে এসেছে–

لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا

"(মক্কা) বিজয়ের পর (মদীনায়) হিজরতের (ফরজ) বিধান রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত রয়ে গেছে। যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আহবান করা হবে, তোমরা বের হয়ে পড়।"

–সহীহ বুখারী: ২৭৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৩৫৩

এ হাদীসে যখনই জিহাদের আহ্বান আসবে, তখনই বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। কাফেররা আক্রমণ করে বসলে যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ আহ্বান এসে যায়, স্বাভাবিক অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কেফায়া থাকে, তখন ইমামুল মুসলিমীনের পক্ষ থেকেও এ আহ্বান আসতে পারে। এ উভয় সূরতেই জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হবে।

হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহ. (৮৫২ হি.) বলেন–

وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام. اهـ

"উক্ত হাদীস একথার দলীল যে, ইমামুল মুসলিমীন যাকে যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত করবেন, তার জন্য যুদ্ধে বের হওয়া ফরজ।" –ফাতহুল বারী ৬/৩৯

ইমাম কুরতুবী রহ.(৬৫৬হি.) বলেন–

وقوله: (وإذا استنفرتم فانفروا)؛ أي: طَلَب منكم الإمام النَّفير. وهو: الخروج إلى الغزو، فحينئذ يتعيَّن الغزو على من استُنفر بلا خلاف. اهـ

"আল্লাহ তাআলার বাণী, 'যখন তোমাদের বের হতে বলা হয় তখন তোমরা বের হও'। অর্থাৎ 'ইমাম যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হতে আদেশ করেন (তখন

জিহাদে বের হয়ে যাও)।' এমতাবস্থায় যাদের বের হতে বলা হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের জন্য বের হওয়া ফরজে আইন।" –আলমুফহিম ১১/১৮

গ. ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন–

وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج. اهـ

"ইমাম যদি লোকদের জিহাদে বের হওয়ার আহবান করেন, তাহলে তাদের উপর আবশ্যক হল, জিহাদে বের হওয়া এবং ইমামের অবাধ্য না হওয়া।" –শরহুসসিয়ারিল-কাবির ১/১৮৯

আল্লামা আবুল কাসিম গারনাতি মালেকী রহ. (৭৪১ হি.) বলেন–

وَيتَعَيَّن لثَلَاثَة أَسبَاب (أَحدهَا) أَمر الإِمَام فَمن عينه الإِمَام وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج. اهـ

"জিহাদ তিন কারণে ফরজ হয়। তন্মধ্যে একটা হল, ইমাম কর্তৃক জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান। ইমাম জিহাদে বের হওয়ার জন্য যাকে নির্দিষ্ট করবেন, তার জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজ।"

–আলকাওয়নিনুল ফিকহিয়্যাহ ১/৯৭

আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনে কুদামা মাকদিসি রহ. (৬৮২ হি.) বলেন–

إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. اهـ

"ইমাম কোন কওমকে জিহাদে বের হতে বললে, ইমামের সঙ্গে তাদের বের হওয়া ফরজ।"

–আশশরহুল কাবীর ১০/৩৬৮

সারকথা: জিহাদ তিন অবস্থায় ফরজে আইন:

এক. জিহাদের কাতারে উপস্থিত হলে জিহাদ ফরজে আইন। শরয়ী ওজর ছাড়া পলায়ন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

দুই. নফীরে আম তথা শত্রু কর্তৃক মুসলিম ভূখণ্ড দখল বা আক্রান্ত হলে সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় এবং তারা যথেষ্ট না হলে পর্যায়ক্রমে সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

একইভাবে কোন মুসলিম কাফেরদের হাতে বন্দী হলে তাকে মুক্ত করার জন্যও এক র্যায়ে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

তিন. ইমামুল মুসলিমীন যাকে বা যাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দেন, তাদের জন্য জিহাদে বের হওয়া ফরজে আইন।

আশা করি উক্ত তিন হালতে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিহাদের ফরজ দায়িত্ব আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تعالى عليه وسلم.